তারিখ ..21 SEP 2016.....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

প্রথম আলো

২৫ সেপ্টেম্বর খুলছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ●

শিক্ষার্থী খুনের ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের সাজা না দিয়েই ২৫ সেপ্টেম্বর খুলে দেওয়া হচ্ছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। ২৪ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্র ও একটি ছাত্রী হল খুলে দেওয়া হবে। খোলার পর ক্যাম্পাসে সভা-সমাবেশ ও মিছিল-পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

> গত ৩১ জুলাই রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষে সংঘর্ষ হয়। এতে গুলিবিদ্ধ একজন পরদিন মারা যান। ওই দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপাচার্যের সঙ্গে. কুমিল্লা জেলা পুলিশ প্রশাসনের এক বৈঠক হয়। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। এর আগে গত ১ আগস্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয় সিন্ডিকেট। ৫৫ দিন পর খোলা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মজিবুর রহমান মজুমদার জানান, গতকাল বেলা তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলনকক্ষে উপাচার্য মো. আলী আশরাফের সভাপতিত্বে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লার সহকারী পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) ইমতিয়াজ মাহবুব, সদর দক্ষিণ মডেল থানার ওসি মো. নজরুল ইসলাম।

বৈঠক শেষে প্রক্টর মোহাম্মদ আইনুল হক বলেন, ২৪ সেপ্টেম্বর পরিচয়পত্র ছাড়া কোনো শিক্ষার্থীকে হলে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ মোতায়েন থাকবে। এ ছাড়া পুলিশ ১৫ দিন পরপর হলে তল্লাশি চালাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসি ক্যামেরা লাগানো নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আলী আশরাফ বলেন, গত ৩০ আগস্ট সিন্ডিকেটের ৬৩তম সভায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। সিন্ডিকেটের সদস্যদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হচ্ছে। ৩১ জুলাইয়ের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটি এখনো প্রতিবেদন জমা দেয়নি। প্রতিবেদন পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার জন্যই দ্রুত ক্যাম্পাস খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

প্রসঙ্গত, গত ৩১ জুলাই রাতে শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে মোমবাতি প্রজ্বালন শেষে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলি হয়। এতে মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী ও কাজী নজরুল ইসলাম হলের ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ সাইফুল্লাহর মাথার বাঁ পাশে গুলি লাগে। ১ আগস্ট ভোরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ ও আহত হন আরও অন্তত ১০ জন। ওই দিন জরুরি সিন্ডিকেট সভা ডেকে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেন। একই সঙ্গে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটিকে শিগগিরই প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য বলা হয়। কিন্তু গত প্রায় দুই মাসেও কমিটি প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি।